দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাবির ১১০ শিক্ষকের কাছে পাওনা প্রায় ২ কোটি টাকা

শিক্ষা ছুটি নিয়ে আর ফিরেনি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আজ জরুরী সভা

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে চাকরিচ্যুত ও পদত্যাগকারী ১১০ জন শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ১ কোটি ৯৫ লাখ ৪২৮ টাকা ৯৬ পয়সা পাওনা রয়েছে। এসব শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণ বা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজ বুধবার বিকালে কর্তৃপক্ষ জরুরী সভার আহ্বান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, সঠিকভাবে যাচাই বাছায়ের জন্য সভা ডাকা হয়েছে। সভায় এসব শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা আদায়ের জন্য তাগিদ দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক শিক্ষক শিক্ষা ঋণ নিয়ে আবার কেউ কেউ বৃত্তি নিয়ে কানাডা, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পড়তে যান। শিক্ষা ছুটিতে থাকা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত বেতন উত্তোলন করেন। এক সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। পরবর্তী সময়ে কেউ চাকরিচ্যুত হন আবার কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকরা যতদিন শিক্ষা ছুটিতে থাকেন পরে সেই পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে হয়। যদি কেউ কাজে যোগদান না করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত অর্থ তাকে ফেরত দেয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ১০২ জন শিক্ষক ছুটিতে থাকাকালীন সময়ের বেতনের টাকা বা শিক্ষা ঋণ এখনও পরিশোধ করেননি। সম্প্রতি ৮ জন শিক্ষক পাওনা টাকা পরিশোধ করেন। ১০২ জনের মধ্যে ৬৬ জন প্রভাষক, ২২ জন সহকারী অধ্যাপক, ১১ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ৩ জন অধ্যাপক রয়েছে। বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষকের মধ্যে ৭৯ জন বিজ্ঞানের শিক্ষক। এ ছাড়াও কলা অনুষদের ৭ জন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ১৪ জন এবং বাণিজ্যের ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষকদের কাছে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য বিগত এক দশক ধরে বার বার তাগিদ দিয়েও প্রাপ্ত টাকা আদায় করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এমনকি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বাংলাদেশের ও বিদেশের সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় যোগাযোগ করেও কোন হদিস পাননি।

আজ বিকাল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভবনে অনুষ্ঠেয় সভায় পুনরায় পাওনা টাকা আদায়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। টাকা আদায়ের জন্য প্রয়োজনে শিক্ষকদের নাম ও ঠিকানা ওয়েব সাইটে দেয়া হবে। এ প্রক্রিয়ায় টাকা আদায় সম্ভব না হলে মামলা করা হতে পারে বলে জানা গেছে।